

কলকাতা উচ্চ আদালত
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

বিচারপতি মোহম্মদ শব্বর রশিদ

২০২৩ সালের এমএটি ১২৯৪

ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং আরেকজন

বনাম

ডিলাইট গৃহ নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের জন্যঃ

শ্রী সঞ্জীব কুমার মাল, উকিল

শ্রী বিমলেন্দু দাস, উকিল

শ্রী সোমরিক দাস, উকিল

উত্তরদাতার নং ১জন্যঃ

শ্রী অভ্রতোশ মজুমদার, বরিশত উকিল

শ্রী মনোজ মালহোত্রা, উকিল

শ্রী সুপ্রতিম ধর, উকিল

শ্রী রবি কুমার দুবে, উকিল

শ্রী অমিতাভ মিত্র, উকিল

শ্রীমতী অন্তরা চৌধুরী, উকিল

শুনানি শেষ হয়েছেঃ

২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রায়ঃ

২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বিচারপতি দেবাংশু বসাক :-

ভূমিকা-

১. আপিলকারীরা ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৩৮৭-এ বিদ্বান একক বিচারক কর্তৃক গৃহীত ২০২৩ সালের ২৬শে এপ্রিলের রায় ও আদেশের উপর আক্রমণ করেছেন।

২. অপ্রমাণিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, বিজ্ঞ একক বিচারক ব্যক্তিগত বিবাদীদের নির্দেশে দায়ের করা রিট আবেদনের অনুমতি দিয়েছেন

এবং আপীলকারীদের রায়ের তারিখ থেকে ৩ মাসের মধ্যে স্থাপনাগুলি অপসারণের পরে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের কাছে প্রাপ্তনের শান্তিপূর্ণ খালি দখল প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আদেশ এবং ১ জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে দখল বিতরণ পর্যন্ত এই ধরনের প্রাপ্তনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের বাজার ভাড়া প্রদানের জন্য।

আপীলকারীদের বক্তব্য-

৩. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের নির্দেশে দায়ের করা রিট পিটিশনটি রক্ষণযোগ্য ছিল না। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, রিট পিটিশনটি সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তন থেকে আপিলকারীদের উচ্ছেদের জন্য ছিল। আপিলকারীরা আইনীভাবে সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তনে প্রবেশ করেছিল, ইজারার দলিলের অধীনে সেটির দখলে রাখা হয়েছিল। ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের জন্য উপলব্ধ বিধিবদ্ধ, বিকল্প, কার্যকর এবং দ্রুত প্রতিকারের উপলব্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে, পক্ষগুলিকে একটি মামলায় অবনমিত করা উচিত ছিল।

৪. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ১৯৬৩ সালের নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৫ নং ধারায় স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত বিরোধের বিচারের ব্যবস্থা রয়েছে। একটি স্থাবর সম্পত্তি একটি মামলার মাধ্যমে হওয়া উচিত।

৫. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, রিট পিটিশনে কোনও লাভের জন্য কোনও আবেদন ছিল না, যদিও স্বীকার না করে যে, রিট পিটিশনটি রক্ষণযোগ্য ছিল। তবে, বিদ্বান একক বিচারক ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের প্রচুর লাভ দেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়েছেন। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছেন যে, বিতর্কিত রায় ও আদেশে প্রকাশিত লাভের গণনার কোনও ভিত্তি নেই। তিনি রিট পিটিশনে করা প্রার্থনার দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৬. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, ধরে নিচ্ছি যে, বিজ্ঞ একক বিচারক মেসনে লাভ মঞ্জুর করতে পারতেন, তবে স্বীকার করেননি যে, এতে সীমার একটি সমস্যা জড়িত ছিল। বিজ্ঞ একক বিচারক ১ জানুয়ারী, ২০০৬ থেকে মেসনে প্রফিট / কোনো ব্যক্তি বেআইনিভাবে অন্যের জমি বা সম্পত্তি দখল করে রাখলে, সেই সময়ের জন্য তাকে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় সহজ ভাষায়, এটি হল অন্যায়ভাবে দখলের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি বা লাভ যা দখলদারকে দিতে হয় মঞ্জুর করেছেন যখন রিট পিটিশনটি ২০২২ সালে দাখিল করা হয়েছিল। সর্বোচ্চ, বিজ্ঞ একক বিচারক রিট পিটিশন দাখিলের তারিখ থেকে ৩ বছরের জন্য মেসনে লাভ মঞ্জুর করতে পারতেন। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, তিনি ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের ৫২ ধারার উপর নির্ভর করেছেন। তিনি তার যুক্তির সমর্থনে (২০১৪) ২ ক্যাল এলজে ৬৪ (হিন্দুস্থান কনসালটেন্সি এবং সার্ভিসেস লিমিটেড বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন) উপরও নির্ভর করেছেন।

৭. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আপিলকারীদের রিট আবেদনের বিরোধিতা করে হলফনামা দাখিলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আপিলকারীদের একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা আপিলকারীরা করেছিলেন। তিনি এই ধরনের প্রতিবেদনের আবেদনগুলিও উল্লেখ করেছেন যেখানে, আপিলকারীরা আরও প্রতিবেদন এবং/অথবা রিট পিটিশনে করা অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত একটি হলফনামা দাখিল করার অনুমতি চেয়েছিলেন। বিদ্বান একক বিচারক আপিলকারীদের এই ধরনের সুযোগ দেননি।

৮. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী ২০২১ খণ্ড ৬ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৭০৭ (অপ্টো সার্কিট ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম অ্যাক্সিস ব্যাংক এবং অন্যান্যরা)-এর উপর এই প্রস্তাবের জন্য নির্ভর করেছেন যে, যদি কোনও সংবিধি কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোনও কাজ করার ব্যবস্থা করে, তবে তা একা এবং অন্য কোনও পদ্ধতিতে করতে হবে না। তিনি ২০২৩ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ২৩৪২ (ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম শিখা ঘোষ ও অন্যান্য)-এর উপরও নির্ভর করেছেন এই যুক্তির সমর্থনে যে, উচ্ছেদের জন্য রিট পিটিশন টেকসই ছিল না। তাই তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বিতর্কিত রায় এবং আদেশগুলি আলাদা করে রাখা উচিত।

ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের বিষয়বস্তু-

৯. বেসরকারী উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আপিলকারীরা রিট আবেদনের বিরোধিতা করে হলফনামা দাখিলের জন্য কখনও আবেদন করেননি। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, তিনি রিট পিটিশনে সময়ে সময়ে শিক্ষিত একক বিচারকের দ্বারা গৃহীত আদেশের উপর নির্ভর করেছেন।

১০. বেসরকারী উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী তারিখের তালিকার উপর নির্ভর করেছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আপিলকারীদের পক্ষে ইজারা দেওয়ার মেয়াদ অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। আবেদনকারীরা ভারতের সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে কর্তৃপক্ষ হওয়ায় মডেল ভাড়াটিয়া হিসাবে কাজ করতে এবং ইজারা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ভাড়াটিয়া প্রাপ্তি খালি করতে বাধ্য ছিলেন। আপিলকারীরা তা না করলে ব্যক্তিগত উত্তরদাতারা রিট পিটিশনের মাধ্যমে সম্পত্তির বিষয়ে তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী ছিলেন। এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে, তিনি ১৯৯৯ খণ্ড ৪ সুপ্রিম কোর্ট কেস ৪৫০ (হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ডলি দাস) এবং ২০২১ ভলিউম ১৩ সুপ্রিম কোর্ট কেস ১২১ (ন্যাশনাল কোম্পানি বনাম ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং আরেকজন) উপর নির্ভর করেছেন।

তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ক্যালটেক্স (ক্যালটেক্স অয়েল রিফাইনিং (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের শেয়ার অধিগ্রহণ এবং ক্যালটেক্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ভারতে উদ্যোগ) আইন, ১৯৭৭-এর ৭ নং ধারার বিধানগুলি বার্মা শেল (ভারতে উদ্যোগ অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৭৬-এর ৫ (২) ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং তাই, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (উপরে) অনুপাত প্রযোজ্য হবে।

১১. ২০২১ সালের ১৩ নম্বর সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৪৮৯ (রাজ পাল সিং বনাম আয়কর কমিশনার, হরিয়ানা, রোহতক) এর উপর নির্ভর করে বেসরকারি বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপিলকারীরা বাড়িওয়ালার সম্মতি ছাড়াই দখলে ছিলেন। তাই আপিলকারীরা ইচ্ছামত ভাড়াটে হিসেবে সম্পত্তিটি দখল করেছেন।

১২. বেসরকারী উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত জ্ঞানী প্রবীণ আইনজীবী পদত্যাগের নোটিশের বিষয়ে আপিলকারীদের প্রতিক্রিয়ার দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, পদত্যাগের নোটিশটি উচ্ছেদের দাবির পক্ষে কোনও ন্যায্য প্রতিরক্ষা প্রকাশ করেনি। মডেল ভাড়াটিয়া হিসাবে, আপিলকারীরা ইজারা দেওয়া প্রাপ্ত খালি করতে বাধ্য ছিলেন ইজারা দেওয়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়।

১৩. বেসরকারী উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ২০২২ সালের পরে এসসিসি অনলাইন এসসি ৯২০ (নিমাই চন্দ্র কুমার বনাম মণি ঞয়ার লিমিটেড এবং অন্যান্য) সমস্ত পেট্রোল পাম্প যারা নিজেদেরকে টিকা ভাড়াটে বলে দাবি করেছিল তারা টিকা ভাড়াটিয়ার আওতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। অতএব, টিকা ভাড়াটিয়ার প্রতিরক্ষা আবেদনকারীদের কাছে কখনই উপলব্ধ ছিল না।

১৪. স্বতন্ত্র উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট ধারা ঘোষ (উপরে) বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, এর অনুপাতটি সেই মামলার অদ্ভুত তথ্য এবং পরিস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যা এই ধরনের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, আবেদনটি খারিজ করা উচিত।

অনুসন্ধান -

১৫. আপীলকারীদের স্বার্থে পূর্বসূরি এবং প্রাইভেট উত্তরদাতাদের স্বার্থে পূর্বসূরির মধ্যে প্রিমিসেস নং ১৩৭ এ, বেলিঘাটা রোড, কলকাতা এবং প্রিমিসেস নং ৬, নাফর কোলে রোড, কলকাতার মধ্যে একটি ইজারা দলিল সম্পাদন করা হয়েছিল। এই ধরনের ইজারার দলিলের একটি ক্লজ ছিল, প্রকরণ ৪ আরও ১০ বছরের জন্য ইজারা পুনর্নবীকরণ এবং প্রতিটি ১০ বছরের আরও ২ মেয়াদের জন্য নবায়নের অনুমতি দেয়।

১৬. বেসরকারী বিবাদীদের স্বার্থে পূর্বসূরী ১৯৮৩ সালের সিআর নং ৭৭৩১ (ডব্লিউ) নামে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন এবং কলকাতার ঠিকা ভাড়াটিয়া (অধিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১-এর বিধানাবলীকে চ্যালেঞ্জ করে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাণের আবেদন করেছিলেন। এই রিট পিটিশনে, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ তারিখের একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল যাতে ১৯৮১ সালের আইন এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী - সংশ্লিষ্ট দুটি প্রাঙ্গণের ক্ষেত্রে স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই আদেশ বেসরকারী বিবাদীদের এবং রাজ্য সরকারের স্বার্থে পূর্বসূরীকে দুটি প্রাঙ্গণ বিক্রি/বিনিময় এবং/অথবা আপিলকারীদের দ্বারা এর দখল এবং উপভোগে হস্তক্ষেপ করা থেকেও বিরত রেখেছিল। আদালত ইজারার পক্ষগুলিকে ইজারা নবায়নের জন্য কোনও পদক্ষেপ নিতেও নিষেধ করেছিল। তবে, আদালত আপিলকারীদের ১৯৮১ সালের আইন কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত আগে প্রচলিত একই শর্তাবলীতে সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণ দখল করার অনুমতি দিয়েছিল।

১৭. বেসরকারী বিবাদীদের স্বার্থে পূর্বসূরী আপিলকারীদের অনুকূলে ইজারা নবায়ন করেছিলেন - যা ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে কার্যকর হবে - ২১ জানুয়ারী, ১৯৬৬ তারিখের ইজারা দলিলের শর্তাবলী অনুসারে - আরও ১০ বছরের জন্য।

১৮. ১৯৮৩ সালের সিআর নং ৭৭৩১ (ডাব্লু) রিট পিটিশনের রেকর্ডগুলি ২০০৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠা ও গঠনের পরে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ও ভাড়াটে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। স্থানান্তরের পরে, এই জাতীয় রিট পিটিশনটি ২০০৫ সালের টিএ ১৬১৪ হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৮৩ সালের সিআর নং ৭৭৩১ (ডাব্লু)-তে গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি আইন প্রয়োগের কারণে খালি হয়ে যায় কারণ ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ তারিখের আদেশের সংশোধন বা সম্প্রসারণের জন্য কোনও আবেদন করা হয়নি।

১৯. আবেদনকারীরা ২০০৬ সালের জুন মাসে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের স্বার্থে পূর্বসূরীর নামে ১৬,২৫০ টাকা হস্তান্তর করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের স্বার্থে পূর্বসূরি কর্তৃক ২০০৬ সালের ৬ই জুন তারিখের একটি চিঠির আড়ালে আবেদনকারীদের কাছে তা ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

২০. ১৮ জুলাই, ২০০৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, পূর্বসূরি সুদ আরও পরিমাণ ফেরত দিয়েছিলেন যা আপিলকারীরা পূর্বসূরীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল

ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের আগ্রহ। এটি ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬ এবং ১৬ই অক্টোবর, ২০০৬-এ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

২১. ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখের একটি নিবন্ধিত পরিবহন দলিলের মাধ্যমে, পূর্বসূরি বেসরকারী উত্তরদাতাদের স্বার্থে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের পক্ষে প্রাঙ্গণটি বিক্রি করেছিলেন। বেসরকারী উত্তরদাতারা ২৮শে জানুয়ারী, ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ও ভাড়াটে ট্রাইব্যুনাল থেকে ২০০৫ সালের টিএ নং ১৬১৪ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের (উত্তর) সহকারী কালেক্টর ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১-এ একটি শংসাপত্র জারি করেছিলেন যে স্বীকার করেছেন যে প্রশ্নযুক্ত প্রাঙ্গণটি টিকা প্রভাবিত সম্পত্তি নয়।

২২. বেসরকারী উত্তরদাতারা ৮ই জুন, ২০২১ তারিখে একটি নোটিশ জারি করেছিলেন যাতে আবেদনকারীদের প্রাসঙ্গিক প্রাঙ্গণ খালি করার প্রয়োজন হয়। বেসরকারী উত্তরদাতাদের পক্ষে ৩১শে আগস্ট, ২০২১ তারিখে আরেকটি চিঠি জারি করা হয়েছিল। আবেদনকারীরা ২৮শে অক্টোবর, ২০২১ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে এর জবাব দিয়েছিলেন। এরপরে, বেসরকারী উত্তরদাতারা দাখিল করেছিলেন রিট পিটিশন যার ফলে বিতর্কিত রায় এবং আদেশ হয়।

রিট পিটিশন, তার প্রার্থনা এবং কার্যধারা-

২৩. ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের দায়ের করা রিট পিটিশনে, ১১ই জুলাই, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে বিদ্বান একক বিচারক রিট পিটিশনে করা ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের যুক্তি সম্পর্কে আপিলকারীদের কাছ থেকে একটি হলফনামা আকারে একটি প্রতিবেদন চেয়েছিলেন। আপিলকারীরা একটি হলফনামা আকারে প্রতিবেদনটি দাখিল করেছিলেন যা বিদ্বান একক বিচারকের দ্বারা আহ্বান করা হয়েছিল। হলফনামা আকারে এই প্রতিবেদনের ১১ অনুচ্ছেদে, আপিলকারীরা একটি হলফনামা এবং/অথবা বিরোধীদের একটি হলফনামা আকারে যে কোনও অতিরিক্ত প্রতিবেদন পছন্দ করার অনুমতি চেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত উত্তরদাতারা একটি হলফনামা আকারে ব্যতিক্রম দাখিল করে এই ধরনের প্রতিবেদন নিয়ে কাজ করেছেন।

২৪. রিট আবেদনে বেসরকারী বিবাদীরা দুটি প্রাথমিক ত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। একটি ছিল আপিলকারীদের সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণের দখলে থাকার ভিত্তি তৈরিকারী রেকর্ড সম্পর্কিত সার্টিওয়ারি রিটের জন্য এবং অন্যটি ছিল আপিলকারীকে ছেড়ে দেওয়ার, খালি করার এবং প্রাঙ্গণের শান্তিপূর্ণ দখল ব্যক্তিগত বিবাদীদের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি আদেশের রিটের জন্য। বেসরকারী বিবাদীরা কোনও লাভের জন্য প্রার্থনা করেননি। বেসরকারী বিবাদীরাও ভাড়ার বকেয়া আদায়ের জন্য প্রার্থনা করেননি।

বকেয়া ভাড়া-

২৫. বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, বিদ্বান একক বিচারক কেবল উচ্ছেদের নির্দেশই দেননি, ২০০৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে দখল হস্তান্তরের তারিখ পর্যন্ত বাজার দরে বকেয়া ভাড়া পরিশোধের নির্দেশও দিয়েছেন। তবে বিজ্ঞ বিচারিক জজ বাজারের হার নির্ধারণ করেননি, না অভিজ্ঞ বিচারিক জজ চিহ্নিত হার নির্ধারণের জন্য বা ভাড়ার এই ধরনের চিহ্নিত হার নির্ধারণের জন্য কোনও মাপকাঠি নির্ধারণ করেননি। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, বেসরকারী উত্তরদাতারা রিট পিটিশনে ভাড়ার বকেয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করেননি।

২৬. হিন্দুস্তান কনসালটেন্সি এবং সার্ভিসেস লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লাভের জন্য দায়ের করা একটি মামলায় বলা হয়েছে যে, বাদী যে তারিখে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তার আগের তিন বছরের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন।

২৭. বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, যেহেতু মেসনে প্রফিট / কোনো ব্যক্তি বেআইনিভাবে অন্যের জমি বা সম্পত্তি দখল করে রাখলে, সেই সময়ের জন্য তাকে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় সহজ ভাষায়, এটি হল অন্যায়ভাবে দখলের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি বা লাভ যা দখলদারকে দিতে হয় মঞ্জুর করার জন্য কোনও আবেদন করা হয়নি এবং ১ জানুয়ারী, ২০০৬ থেকে বাজার হারে বকেয়া ভাড়া পরিশোধের জন্য কোনও নির্দেশ জারি করার জন্য রিট আবেদনে কোনও ভিত্তি প্রকাশ করা হয়নি, তাই এই ধরনের নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হল। পরবর্তীতে বর্ণিত আমাদের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই ধরনের দাবির সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিইনি।

রিট পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা-

২৮. আপিলকারী, যাঁরা ১২ নং অনুচ্ছেদের কর্তৃপক্ষ, তাঁদের একটি স্থাবর সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্বান একক বিচারক সঠিক ছিলেন কি না, যার দখল তাঁরা একটি লিজ চুক্তির ভিত্তিতে করেছিলেন, এটি এমন একটি বিষয় যা এই আবেদনে বিবেচনার জন্য পড়েছে। বিদ্বান বিচার বিচারক একটি রিট কার্যধারায় আপিলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা নিঃসন্দেহে ১২ নং অনুচ্ছেদের কর্তৃপক্ষ।

২৯. যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আপিলকারীরা একটি লিজ চুক্তির ভিত্তিতে প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন যার মধ্যে ৩০ বছর পর্যন্ত সময়ের জন্য পর্যায়ক্রমিক পুনর্নবীকরণের একটি ধারা রয়েছে। আবার, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, বেসরকারী উত্তরদাতাদের স্বার্থে পূর্বসূরি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং ১৯৮১ সালের আইনের বিধানগুলি কার্যকর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণ এবং ইজারা সম্পর্কিত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পেয়েছিলেন। এই ধরনের রিট পিটিশনটি ২০২১ সালের ২৮ শে জানুয়ারী প্রত্যাহার করা হয়েছিল। রিটে পাস হওয়া অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি কোনও এক সময় খালি হয়ে গিয়েছিল ২০০৬ সালে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের দাবি অনুযায়ী ।

৩০. বেসরকারী উত্তরদাতারা আদালতে নথি সরবরাহ করেছেন, যা পরামর্শ দেয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গনে পেট্রোল পাম্প পরিচালনাকারী অন্য কোনও সংস্থার সাথে প্রাসঙ্গিক প্রাঙ্গনের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের প্রবেশের শর্তাবলী আদালতে উপলব্ধ করা হয়নি। তৃতীয় পক্ষও বর্তমান আবেদনে কোনও পক্ষ উত্তরদাতা নয় এবং বেসরকারী উত্তরদাতাদের রিট পিটিশনে উত্তরদাতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, রিট পিটিশনে সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গনের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও আবেদন নেই।

৩১. ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকারকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ হিসাবে ধরা হয়েছে। এই ধরনের অধিকার কোনও সংবিধির দ্বারা হ্রাস করা যায় না। তবে, আদালতগুলি রায় দিয়েছে যে, ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ারটি সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত যখন রিট আবেদনকারীর কাছে বিকল্প, দ্রুত এবং কার্যকর প্রতিকার উপলব্ধ থাকে। একই সময়ে, এটি বলা হয়েছে যে, বিধিবদ্ধ বিকল্প প্রতিকারের অস্তিত্ব যা দ্রুত এবং হতে পারে। কার্যকরীও, রিট অনুশীলনের জন্য একটি সম্পূর্ণ বাধা নয়

হাইকোর্টের এখতিয়ার। একটি সংবিধিবদ্ধ, বিকল্প, দ্রুত এবং কার্যকর প্রতিকারের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, একটি রিট কোর্ট রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে যদি নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়, বা যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে এখতিয়ার ছাড়াই কাজ করেছে বা যেখানে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে বা যেখানে কোনও সংবিধির ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। পূর্ববর্তী বাক্যে উল্লিখিত পরিস্থিতি ব্যতীত অন্য পরিস্থিতিতে, যেখানে বিকল্প প্রতিকার রয়েছে, রিট কোর্টগুলি রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অবিসংবাদিতভাবে ধীর হয়েছে।

৩২. আদালত বলেছে যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের কোনও উপকরণের বিরুদ্ধে কোনও রিট পিটিশন, যার জন্য চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত পদক্ষেপের কারণ বজায় রাখা যায়। বিতর্কিত প্রশ্নের অস্তিত্বকেও রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। আদালতগুলি চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার বিষয়ে রিট পিটিশনগুলি গ্রহণ করেছে যেখানে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ এবং/অথবা ব্যবস্থা না নেওয়া বা রাষ্ট্রের উপকরণতা নির্বিচারে দ্বারা কলুষিত হয়েছিল।

৩৩. অতএব, যখন একটি রিট কোর্ট একটি রিটের মুখোমুখি হয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের কোনও উপকরণের বিরুদ্ধে পিটিশন,

যে ত্রাণগুলি চুক্তি বা নির্যাতনের উপর ভিত্তি করে চাওয়া হয়, সেই রিট আদালতকে পরীক্ষার উপর তার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার বিচার করতে হবে:-

- (i) রিট আবেদনকারীর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা বা
- (ii) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে এখতিয়ার ছাড়াই কাজ করেছে কিনা বা
- (iii) প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা বা
- (iv) কোনও সংবিধির ক্ষমতা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল কিনা বা
- (v) চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে সালিশ দ্বারা কলুষিত হওয়ার অভিযোগ করা পদক্ষেপ/ব্যবস্থা না নেওয়া।

যদি সেই প্রশ্নগুলির উত্তর নেতিবাচক হয়, তবে একটি রিট কোর্ট সাধারণত হস্তক্ষেপ করবে না এবং পক্ষগুলিকে বিকল্প প্রতিকার গ্রহণের জন্য ছেড়ে দেবে না।

৩৪. উপরে উল্লিখিত পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে, বর্তমান মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, তেল কোম্পানি কর্তৃক বেসরকারী বিবাদীদের কোনও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়নি। সম্পত্তির সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা তা বিতর্কিত। আপিলকারীরা বৈধভাবে সম্পত্তিতে প্রবেশ করেছিলেন।

ব্যক্তিগত উত্তরদাতা এবং স্বার্থে তাদের পূর্বসূরি স্থানান্তর নিষেধাজ্ঞার আদেশ লঙ্ঘন করে কাজ করেছেন কিনা তা সহ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করার পরে তাদের অব্যাহত দখলের বিচার করতে হবে। আপিলকারীরা এখতিয়ার ব্যতীত বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে কাজ করেছেন বলে বলা যায় না। কোনও আইনকে কর্তৃত্বের বাইরে বলে কোনও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। দখল অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আপিলকারীদের পদক্ষেপকে নির্বিচারে কলুষিত করা যায় না। আপিলকারীদের খালি না করার সিদ্ধান্তকে ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক বলে ধরে নেওয়া যায় না।

৩৫. রিট আদালতগুলি রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছে যেখানে বিকল্প প্রতিকার রয়েছে এই ভিত্তিতে নয় যে, রিট এখতিয়ার এই ধরনের অস্তিত্ব দ্বারা বহিষ্কৃত হয়, তবে প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনার উপর স্ব-আরোপিত বিধিনিষেধ হিসাবে।

৩৬. ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের নিঃসন্দেহে উচ্ছেদের জন্য একটি মামলার মাধ্যমে একটি বিকল্প প্রতিকার রয়েছে। তারা রিট এখতিয়ার এবং বিদ্বান বিচারককে আহ্বান করতে বেছে নিয়েছে তার আহ্বানের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেছে। বিজ্ঞ

বিচারক এই প্রস্তাবের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ হিসাবে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (উপরে) উপর নির্ভর করেছেন যে, রিট কোর্ট একটি স্থাবর সম্পত্তি থেকে অনুচ্ছেদ ১২ কর্তৃপক্ষকে উচ্ছেদের নির্দেশ দিতে পারে।

৩৭. হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত) পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ অধিকারের অনুপস্থিতিতে একটি রিট কার্যধারা চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা কার্যকর করার জন্য মিথ্যা হবে না, এমনকি যদি এটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয় বা তাতে উদ্ভূত চুক্তিগত দায় এড়াতে চাওয়া হয়। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, কোনও সংবিধিবদ্ধ অধিকার লঙ্ঘনের অভাবে, চুক্তি লঙ্ঘন বা নির্যাতন বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে কোনও অর্থ দাবি করার জন্য অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে সহায়তা নেওয়া যাবে না। সেই মামলার তথ্যে, এটি খুঁজে পেয়েছে যে, তেল সংস্থাটি ক্যালটেক্স (ক্যালটেক্স অয়েল রিফাইনিং (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের শেয়ার অধিগ্রহণ এবং ক্যালটেক্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ভারতে উদ্যোগ) আইন, ১৯৭৭-এর ৭ নং ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চেয়েছিল এবং তাই, যদিও অন্যান্য পরিণতিগুলি চুক্তিবদ্ধ প্রকৃতির হতে পারে, একটি সংবিধির অধীনে অধিকার প্রয়োগের কারণে, রিট আবেদনকারীকে -এর অধিকারী বলে মনে করা হয়েছিল তাই তিনি রিট কোর্টের দ্বারস্থ হন।

৩৮. বেসরকারী উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বার্মা শেল (ভারতে উদ্যোগ অধিগ্রহণ) আইনের ৫ (২) ধারা, (১৯৭৬ সালের ২য় আইন) ১৯৭৭ সালের আইনের ৭ ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাই, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (উপরে) অনুপাত আকৃষ্ট হয়। যদিও, এই ধরনের বিতর্ক আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে, তবে, বর্তমান মামলার তথ্যে, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (উপরে)-এর সাথে জড়িত তেল সংস্থার বিপরীতে, আবেদনকারীরা ১৯৭৬ সালের আইনের ৫ (২) ধারার অধীনে কোনও ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি। ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে কাজ করার উদ্দেশ্যে আবেদনকারীদের দ্বারা ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের কোনও অধিকার লঙ্ঘন করা হয়নি। অতএব, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (উপরে) উপর নির্ভরতা ভুল।

৩৯. বেসরকারি বিবাদীরা ন্যাশনাল কোম্পানি (উপরে) এর উপর নির্ভর করেছেন, এই যুক্তির সমর্থনে যে, তেল কোম্পানিটি একটি রিট পিটিশনে উচ্ছেদের আদেশের শিকার হয়েছিল। ন্যাশনাল কোম্পানি (সুপ্রা) মাদ্রাজ নগর ভাড়াটে সুরক্ষা আইন, ১৯২১, ১৯২১ এর বিধানগুলি বিবেচনা করেছে।

ওই মামলার তথ্যে দেখা গেছে যে, যখন তেল কোম্পানিগুলি তাদের দ্বারা ইজারা জমিতে নির্মিত ভবনের প্রকৃত দখলে থাকে না, তখন তারা ১৯২১ সালের আইনের ধারা ৯ এর অধীনে সুরক্ষিত থাকার অধিকারী নয় এবং তাই, একটি রিট পিটিশন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪০. বর্তমান মামলার তথ্যে, প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের সামনে কিছুই রাখা হয়নি, ১৯৭১ সালের আইনের বিধানগুলি মাদ্রাজ নগর ভাড়াটে সুরক্ষা আইন, ১৯২১-এর সমতুল্য।

৪১. রাজ পাল সিং (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৬ ধারার পরিধি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং বাড়িওয়ালার সম্মতিতে ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও একজন ভাড়াটে এবং তার সম্মতি ছাড়াই ভাড়াটে দখলে থাকার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করেছে। বর্তমান মামলায়, আপিলকারীদের জমিদার হিসেবে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের স্বার্থে পূর্বসূরীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভাড়া জমা করা হয়েছিল বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের স্বার্থে পূর্বসূরী কর্তৃক ভাড়ার এই জমাও ফেরত দেওয়া হয়েছে। ভাড়া জমার আইনি প্রভাব এবং বাড়িওয়ালাদের সম্মতিতে বা ছাড়াই এই ভাড়া জমা করা হয়েছিল কিনা তা আদর্শভাবে পক্ষগুলির মধ্যে নিয়মিতভাবে দায়ের করা মামলায় বিচার করা উচিত।

আমরা পরামর্শ দিচ্ছি না যে, কোনও রিট আদালত প্রমাণ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, যদি সে সম্পর্কে কোনও প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে, বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, তথ্যের বিভিন্ন বিতর্কিত প্রশ্ন রয়েছে যা বিবেচনার প্রয়োজন, আদর্শভাবে একটি মামলায় নিয়মিত দেওয়ানি আদালত দ্বারা বিচারের জন্য।

৪২. উপরন্তু, সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তগণের ক্ষেত্রে পক্ষগুলির নিজ নিজ অধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মামলা আদালত স্থাপন করা ভাল। যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এমন কোনও তৃতীয় পক্ষ থাকতে পারে যার দখলে থাকার অধিকার বিবেচনার জন্য একটি বিষয় হিসাবে আসতে পারে। উচ্ছেদ আদেশ পাস হওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তগণের ক্ষেত্রে দখল বা অধিকার, মালিকানা এবং সুদ দাবি করা পক্ষগুলির অধিকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আদেশ ২১ বিধি ৯৭ থেকে ১০১-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একটি মামলা আদালত স্থাপন করা ভাল। একটি মামলা আদালতের উচ্ছেদের জন্য একটি ডিক্রি কার্যকর করার প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া রয়েছে যেখানে একটি রিট আদালত ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়মের প্রদর্শিত একটি বিস্তারিত কার্যকর পদ্ধতির সাথে সমানভাবে সজ্জিত নাও হতে পারে।

৪৩. বর্তমান মামলার বাস্তবতায়, কিছু বিষয় উঠে এসেছে যা আদর্শভাবে, একটি মামলা আদালতের পক্ষগুলিকে সাক্ষ্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদানের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

বেসরকারী বিবাদীদের পূর্বসূরী স্বার্থে রিট কোর্টে আবেদন করে এবং বেসরকারী বিবাদীদের স্বার্থে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি থেকে পূর্বসূরীকে নিষেধ করে একটি আদেশ জারি করে। এই রিট পিটিশনটি শেষ পর্যন্ত ২৮ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যেখানে পূর্বসূরী ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে বেসরকারী বিবাদীর স্বার্থে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন। রিট পিটিশনে গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি ২১ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত টিকে ছিল কিনা, তা একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় কারণ এটি বেসরকারী বিবাদীদের সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা এবং ফলস্বরূপ তাদের রিট আদালতে যাওয়ার অধিকারের উপর আঘাত করে। এই ধরনের বিষয়ে প্রমাণ বিবেচনা করতে হবে। অধিকন্তু, বেসরকারী বিবাদীদের স্বার্থে পূর্বসূরীকে ভাড়া জমা দেওয়ার বিষয়টিও যথাযথ বিবেচনার প্রয়োজন।

৪৪. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের স্বার্থে পূর্বসূরীরা একটি রিটের মাধ্যমে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পিটিশন, চ্যালেঞ্জিং, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কলকাতা ঠিকানা

ভাড়াটিয়া (অধিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১। ১৯৮১ সালের আইনে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, টিকা জমির ক্ষেত্রে মালিকের স্বার্থ ন্যস্ত করার বিধান রয়েছে। আবেদনকারীরা একটি অবস্থান নিয়েছিলেন যে, ১৯৮১ সালের আইনের ভিত্তিতে প্রাঙ্গণটি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত ছিল। টিকা জমি কী গঠন করবে সে সম্পর্কে বিচারিক ঘোষণাগুলির বিদ্যুতি ছিল। নিমাই চন্দ্র কুমার (উপরে)-তে এই ধরনের বিতর্কের অবসান ঘটানো হয়েছে যা ২২ জুলাই, ২০২২-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীরা ২০২১ সালের ৩১শে আগস্ট, ২০২১ তারিখের নোটিশটির জবাব দিয়েছিলেন তাদের ২৮শে অক্টোবর, ২০২১ তারিখের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যেখানে তারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, টিকা ভাড়াটিয়ার অবস্থান, তখন অনুমোদিত, গ্রহণ করেছিলেন।

৪৫. একটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে উচ্ছেদের জন্য আপিলকারীদের দ্বারা সাজানো প্রতিরক্ষা সম্পর্কে, এটি বলা যাবে না যে তারা চাঁদের আলো, বা কোনও পরিণতি বা কোনও পদার্থের নয়।

৪৬. ধারা ঘোষ ও অন্যান্যদের সমন্বিত বেঞ্চ বলেছে যে, একটি তেল সংস্থাকে উচ্ছেদ করার জন্য একটি রিট পিটিশন রক্ষণযোগ্য নয়। অনেক কিছু বলা হয়েছে যে, শিখা ঘোষ ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে সেখানে রয়েছে। ছিল সেই মামলার অদ্ভুত তথ্য এবং পরিস্থিতি। সন্দেহ নেই,

একটি রায়ে নির্ধারিত অনুপাত প্রয়োগ করতে হবে যদি বাস্তব পরিস্থিতি একই হয়।

উপসংহার-

৪৭. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এখানে অনুচ্ছেদ ২৮-এ প্রণীত বিষয়টির উত্তর নেতিবাচক, ব্যক্তিগত বিবাদীদের বিরুদ্ধে এবং আপিলকারীদের পক্ষে।

৪৮. আমাদের মতামত যে, যেহেতু বিভিন্ন বিতর্কিত তথ্যগত প্রশ্ন জড়িত এবং পক্ষগুলির মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাই পক্ষগুলি নিয়মিতভাবে দায়ের করা দেওয়ানি মামলায় এই ধরনের বিরোধ এবং সমস্যাগুলি সমাধান করা উপযুক্ত হবে।

৪৯. ২৬শে এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের বিজ্ঞ একক বিচারকের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করা হয়েছে এবং পক্ষগুলিকে একটি মামলায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।

৫০. ২০২৩ সালের MAT ১২৯৪, তাই, খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই অনুমোদিত।

[বিচারপতি দেবশু বসাক]

৫১. আমি একমত।

[বিচারপতি মোঃ শাব্বার রাশিদি]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal